বর্তমান

কলকাতা, শনিবার ১৪ এপ্রিল ২০১২, ১ বৈশাখ ১৪১৯

উন্নয়ন করবই, কেউ রুখতে পারবে না: মমতা

শুক্রবার দুর্গাপুরে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। - নিজস্ব চিত্র

তন্ময় মল্লিক • দুর্গাপুর

দুর্গাপুরে সভা

বি এন এ: বাংলা আবার স্বর্ণযুগে ফিরে যাবে। ভাই বোনেরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। রাজ্যের উন্নয়নের পথে আমি কোনও বাধা মানব না। উন্নয়ন আমার স্বপ্ন। শুক্রবার দুর্গাপুরে বেসরকারি উদ্যোগে একটি মেডিকেল কলেজ ও একটি স্কুলের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, কিছু মানুষ সকাল থেকে শুধু চক্রান্ত করে যাচ্ছে। কিন্তু, বাংলার মানুষ চক্রান্তকারীদের ক্ষমা করে না। তিনি সি পি এমের নাম না করে বলেন, যারা ৩৫ বছর ধরে করে কম্মে খাওয়া ছাড়া কিছুই করেনি, তারা যতই চেষ্টা করুক আর ফিরে আসতে পারবে না। মানুষই ওদের ফেরার পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

এদিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী যখনই ৩৫ বছরের কাজের সমালোচনা করেছেন এবং মা মাটি মানুষের সরকারের উন্নয়নের কর্মসূচির কথা ঘোষণা করছিলেন তখন উপস্থিত জনতা তাঁকে হাততালি দিয়ে সমর্থন জানায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের কাছে পলাশডিহায় 'দুর্গাপুর হাটে'র উদ্বোধন করেন। গ্রামের ও শহরের হস্তশিল্পীদের সামগ্রী সেই হাটে বিক্রি হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রেলমন্ত্রী মুকুল রায়, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষুদ্র কুটির শিল্পমন্ত্রী মানস ভুইঞা, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, এ ডি ডি এর চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রচণ্ড গরম ও চড়া রোদের মধ্যেও দু'টি সভাতেই প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য রোদ মাথায় নিয়ে রাস্তার ধারেও অনেকেই ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা কাজ করে যেতে চাই। নির্বাচনের আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা এক বছরের মধ্যেই পূরণ করে দেব। বাকি চার বছর শুধু এগিয়ে চলা। তিনি বলেন, ৩৫ বছর কাজ করার অনেক সুযোগ পেয়েও যারা কিছু করেনি তারা চক্রান্ত করছে। করে খাওয়ার জন্য এত তাড়া কিসের? ধৈর্য ধরছে না? চুপচাপ থাকুন। ভালো খেতে দেব, ভালো পরতে দেব। উন্নয়নের কাজে বাধা দেবেন না।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের কথায় কথায় কেন চেন্নাই, ভেলোর ছুটতে হবে? তার পরিবর্তে যদি দুর্গাপুর বা কলকাতায় চেন্নাই ও ভেলোর উঠে আসে তাহলে তো ভালোই। তিনি বলেন, এক সময় এই দুর্গাপুরে বিধান রায় অনেক কিছু করেছিলেন। কিন্তু, বেশ কিছুদিন দুর্গাপুরে নতুন কিছু হচ্ছিল না। এই দুর্গাপুরে আমরা বিমান বন্দর বা হেলিপ্যাডের চিন্তাভাবনা করছি। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। এদিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বর্ধমান জেলাভাগের কথা বলেন। তিনি বলেন, দুর্গাপুর ও আসানসোলকে নিয়ে পৃথক জেলা করার কথা ভাবা হচ্ছে। অন্য কয়েকটি জেলাও ভাগ করা হবে। এতে প্রশাসনিক সুবিধা হবে।

• মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভেসে গেল দুর্গাপুর ও বড়জোড়া

...খবর ভিতরের পৃষ্ঠায়

মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভেসে গেল দুর্গাপুর ও বড়জোড়া

সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায় • দুর্গাপুর

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভেসে গেল দুর্গাপুর ও বড়জোড়া। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় যেখান দিয়ে গিয়েছে সেখানেই চড়া রোদ উপেক্ষা করে রাস্তার ধারে মানুষ ভেঙে পড়েছিল তাঁকে দেখার জন্য। ভিড়ে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে এসেছিলেন প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীরাও। প্রচণ্ড গরমে মুখ্যমন্ত্রী তৃষ্ণার্ত হতে পারেন এই ভেবে কিছু মহিলা সঙ্গে করে জলও নিয়ে এসেছিলেন। মানুষের শুভেচ্ছা নিতে ও অনুরোধ-আবদার শুনতে মাঝে মাঝে মমতাকে গাড়ি থামাতে হয়েছে। আমজনতার সুখ-দুঃখের কথা শুনে তাঁদের আশ্বাস-প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্গাপুর 'হাটের' উদ্বোধনে গিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা হস্তশিল্পীদের সঙ্গে মিশে যান তিনি। অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার চেয়ে বেশি সময় ধরে মুখ্যমন্ত্রী স্টলে স্টলে ঘুরে শিল্পীদের কাজের নমুনা দেখেছেন ও তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার জন্য সাধারণ মানুষের এই উচ্ছ্বাসে খুশি তৃণমূলের নেতারা। মমতার প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন যে এতটুকু কমেনি এই ভিড় সেটাই প্রমাণ করছে বলে দাবি তাঁদের।

বৃহস্পতিবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে গান মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাত সাড়ে ৯ টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুরের উদ্দেশে রওনা হন। অত রাতেও রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য জড়ো হয়েছিলেন। অনেক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে দলীয় সমর্থকদের শুভেচ্ছা নিতে হয়। রাত ১২ টা নাগাদ দুর্গাপুরে 'সেইলের' অতিথি নিবাস 'ইস্পাত ভবনে' পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। তখনও অতিথি নিবাসের বাইরে প্রচুর তৃণমূল সমর্থক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে হাত নাড়েন তিনি। শুক্রবার সকালে অতিথি নিবাসে বর্ধমানের জেলা শাসক ওঙ্কার সিং মীনা, দুর্গাপুর-আসানসোলের পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা সহ জেলার পুলিস ও প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা। এলাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশকে বিশেষ নজর রাখতে বলেন তিনি।

দুর্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম অনুষ্ঠানটি ছিল 'হাটের' উদ্বোধন'। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে তৈরি এই হাটে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শিল্পীদের নিজেদের হাতে তৈরি সামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মমতা প্রথমে হুগলির শ্রীরামপুর থেকে আসা শিল্পীদের স্টলে ঢোকেন। সেখানে তসরের শাড়ির ও সালোয়ার-কামিজের দাম জানতে চান। সাড়ে তিন হাজার টাকার শাড়ি ও পাঁচশো টাকার সালোয়ার অবশ্য তিনি কেনেননি। সব স্টলেই শিল্পীরা তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার দিতে চেয়েছেন। মমতা শুধু এক জায়গায় কাগজের তৈরি পুষ্পগুচ্ছ গ্রহণ করেন। মহিলা শিল্পীরা তাঁদের দুর্দশা ও সমস্যার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। একজন বয়স্কা শিল্পী মমতাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন। মুখ্যমন্ত্রী শিল্পীদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য উৎপাদিত সামগ্রী সরাসরি বিক্রি করার উপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দেন। এখানে দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্র শিল্পমন্ত্রী মানস ভুইঞাকে প্রতি মহকুমায় এই ধরনের হাট খোলার ব্যবস্থা নিতে বলেন তিনি। এই হাটগুলিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতে পারবেন। প্রথম পর্যায়ে শান্তিনিকেতন, সল্টলেক ও শিলিগুড়িতে হাট হচ্ছে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুরে আই কিউ সিটি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের শিলান্যাস করেন। দ্রুত এই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানটি তৈরির কাজ শেষ করার জন্য উদ্যোগীদের অনুরোধ জানান তিনি।দুর্গাপুরের আইনস্টাইন অ্যাভিনিউ, বিদ্যাসাগর রোড সহ যে সব জায়গা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় গিয়েছে সেখানেই বহু মানুষ তাঁকে এক ঝলক দেখার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুর্গাপুর থেকে বড়জোড়ায় কয়লা খনির অনুষ্ঠানে যাওয়ার রাস্তায় ছিল একই চিত্র। জনতার দাবিতে বারে বারে মুখ্যমন্ত্রীকে গাড়ি থামাতে হয়েছে।